প্রত্যয়

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের প্রত্যয়ে প্রণীত

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০১৭

উপদেষ্টা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

সম্পাদনা পরিষদ
মীর আশিকুর আলম
মোঃ আবু সায়ীদ
মোঃ জুয়েল
মোঃ আবু হামজা
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
মোঃ আলমগীর হোসেন
মোঃ আব্দুল জলিল

প্রকাশনা সহায়তায়
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও)

ঠিকানা
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও
ই-মেইল ঃ esdobangladesh@esdo.net.bd

International Labour Organization

সম্পাদকীয়

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখা এবং নির্ধারিত ৫ উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪৬ বছর। বাংলাদেশে এখন মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শিশুর মধ্যে এখন সাড়ে ৩৪ লাখ শিশু কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ শিশু রয়েছে, যাদের কাজ শিশুশ্রমের আওতায় পড়েছে। বাকি শিশুদের কাজ অনুমোদনযোগ্য।

প্রথম আলোর ১৬ জানুয়ারী ২০১৬ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, কর্মরত শিশুদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে ১২ লাখ ৮০ হাজার। আর ২ লাখ ৬০ জন শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। তাদের কাজের ধরণ জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য বেশ হুমকিস্বরূপ।

শিশুশ্রমের এ চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক সমীক্ষায়। জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩ তে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কর্মরত শিশু, শিশুশ্রম, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের আলাদা আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। ১৮ তম শ্রম পরিসংখ্যানবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং ২০১৩-এর সংশোধন অনুসারে কর্মরত শিশু বলতে বোঝায়, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে যারা সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা পর্যন্ত হালকা পরিশ্রম বা ঝুঁকিহীন কাজ করে। এ শ্রম অনুমোদনযোগ্য। তবে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী কোনো শিশু যদি কোনো ধরনের ঝুঁকিহীন কাজও করে, তবে সেটা শিশুশ্রম হবে। তারাও কর্মরত শিশুদের মধ্যে পড়ে যায়।

প্রায় এক দশকের ব্যবধানে কর্মরত শিশুর সংখ্যার পাশাপাশি শিশুশ্রম অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিবিএসের ২০০৩ সালের জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষায় দেখা গেছে, তখন প্রায় ৭৪ লাখ কর্মরত শিশু ছিল। তাদের মধ্যে ৩১ লাখ ৭৯ হাজার শিশুর কাজ শিশুশ্রমের আওতায় ছিল। তবে এক দশকের ব্যবধানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা তেমন কমেনি, কমেছে মাত্র ১১ হাজার। ২০০৩ সালে দেশে ১২ লাখ ৯১ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ছিল। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতিমালায় ২০১৬ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূল করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মতে ২০১৬ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে শিশুশ্রম কমানোর চেয়ে বেশি জরুরী হলো ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম কোনোভাবেই কাম্য নয়। যেসব পরিবারের শিশুরা কাজ না করলে সংসার চলবে না। এমন পরিবারকে কিছু ভাতার ব্যবস্থা করে ওই শিশুকে কাজে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে ও শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

বিবিএসের জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৮টি খাতে ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৪ জন শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬৯০ জন মেয়ে শিশু । শিশুশ্রম বেশি দেখা গেছে কৃষিক্ষেত্রে ও কলকারখানায়, সেখানে ১০ লাখের বেশি শিশু কাজ করে। সবচেয়ে বেশি ৫.৫ লাখ শিশু উৎপাদন খাতে বা কলকারখানায় কাজ করে। আর কৃষিখাতে কাজ করে ৫ লাখ ৭ হাজার শিশু । দোকানপাটে ১ লাখ ৭৯ হাজার শিশু, নির্মাণ শিল্পে ১ লাখ ১৭ হাজার শিশু কাজ করে। শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের ৫৭ শতাংশের কাজই অস্থায়ী।

বর্তমানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে এমন ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু এক সময় স্কুলে গেলেও এখন আর যায় না। আর ১ লাখ ৪২ হাজার শিশু কখনোই স্কুলে যায়নি। এসব শিশুর সবাই দরিদ্রতার কারণে পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

শিশু শ্রমিকদের মজুরিও বেশ কম। প্রায় ৭ লাখ শিশু কোনো মজুরি পায় না। থাকা খাওয়ার বিনিময়ে তারা কাজ করে থাকে। মজুরি পায় সব মিলিয়ে ১০ লাখ ১৯ হাজার শিশু । ৩ লাখ ৮৮ হাজার ১৪২ জন শিশু মাসে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা মজুরি পায়। ২.৫ থেকে ৫ হাজার টাকা মজুরি পায় ২ লাখ ৮৪ হাজার ৪২৩ জন শিশু । প্রায় ১ লাখ শিশু ২.৫ হাজার টাকার কম পায়। আর ৭.৫ হাজার টাকার বেশি মাসে মজুরি পায় ২.৫ লাখ শিশু ।

অন্য দিকে সপ্তাহে ৪২ ঘন্টার বেশি বা দৈনিক গড়ে ৫ ঘন্টার বেশি কাজ করে বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের (১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু) মজুরিও বেশ কম। প্রায় ৫ লাখ শিশুর মজুরিই মেলে না। মাসে মাত্র ৫ থেকে ৭.৫ হাজার টাকা পায় ৩ লাখ ৮৭ হাজার শিশু । আর ২.৫ লাখ শিশুর মজুরি ৭.৫ হাজার টাকার বেশি; ২ লাখ ৩৫ হাজার শিশুর মজুরি ২.৫ থেকে ৫ হাজার টাকা। ২.৫ হাজার টাকার কম মজুরি পায় ২০ হাজার শিশু। ৩৬ হাজার ২৪২টি পরিবারের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিবিএস এ জরিপটি করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এর সহায়তায় চাইল্ড লেবার মনিটরিং সিসটেম (সি এল এম এস) প্রকল্প নভেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখবে এবং নির্ধারিত ৫ উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করবে।

নির্বাহী পরিচালক
ইএসডিও

বাণী

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন আমাদের অন্যতম জাতীয় অঙ্গীকার। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে Sustainable Development Goals'এর ৮ নং Goal (Decent work and Economic Growth)'র ৮.৭ নং ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে "Take Immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the Worst Forms of Child Labour, including recruitment and use of child Soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms".

বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রণীত SDG'র লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের পূর্বেই বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে- যেক্ষেত্রে বেসরকারী সংগঠন সমূহও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইতোমধ্যেই ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা এবং জাতীয় কৌশল পত্র। যে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইএসডিও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরের এই জনপদ নানাবিধ কারণে পশ্চাদপদ-যার স্বীকৃতি মেলে Poverty Map'র বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তেও। দরিদ্রতার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। দারিদ্রের কষাঘাতে গ্রামীণ অতিদরিদ্র পরিবারগুলো 'Push' factor-এ স্থানান্তরিত হয় শহরে। যার ফলশ্রুতিতে শহরে অনেক শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। জাতি হিসাবে এটি আমাদের জন্য অমর্যাদাকর এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের ব্যত্যয়ও বটে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলার ০৫টি উপজেলার ০৩টি পৌরসভা এবং ৪৫টি ইউনিয়নে চাইল্ড লেবার মনিটরিং সিস্টেম (সিএলএমএস) পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখা এবং নির্ধারিত ৫ উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মএলাকার ৪৮টি ইউনিয়নে মোট ১৪৪টি কমিউনিটি লেভেল সারভেইল্যান্স কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি মুলত এলাকায় শিশুশ্রম নিরসনে চাপ প্রয়োগকারী দল হিসাবে কাজ করছে। পাশাপাশি স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে শিশু জরিপ করে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুর তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে শিশুশ্রম নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। কর্মক্ষেত্রের পাঁচটি উপজেলায় উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে সভার আয়োজনে সহায়তা করা হয়। শিশুশ্রম মুক্ত করা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব না। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত করা অথবা নির্মূল করা সম্ভব হবে। কুড়িগ্রাম জেলা ও লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনকে এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অব্যাহত সহায়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আসুন, সম্মিলিত শুভ শক্তির সম্মিলনে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুদের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুক্ত হই সকলে।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

এক নজরে সি এল এম এস প্রকল্প

সুচনা ঃ

ইএসডিও, বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, International Labour Organization (আইএলও) এর আর্থিক সহযোগীতায় কুড়িগ্রাম জেলায় "Child Labour Monitoring System (CLMS) Project"প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে।

প্রকল্পের নাম ঃ

চাইল্ড লেবার মনিটরিং সিস্টেম প্রকল্প (সি এল এম এস) পাইলট প্রকল্প।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখা এবং নির্ধারিত ৫ উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ

ইএসডিও- চাইল্ড লেবার মনিটরিং সিসটেম (সিএলএমএস) প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রকল্প যা কুড়িগ্রাম জেলার ৩টি উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নে ও ০২টি পৌরসভায় কাজ করছে এবং লালমনিরহাট জেলার ০২টি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে ও ০১টি পৌরসভায় কাজ করছে।

কুড়িগ্রাম সদর ঃ কুড়িগ্রাম পৌরসভা, যাত্রাপুর, পাচঁগাছি, ঘোগাদহ, মোগলবাসা, হলোখানা, ভোগডাঙ্গা, বেলগাছা, এবং কাঁঠালবাড়ী।

উলিপুর ঃ উলিপুর পৌরসভা, বজরা, দলদলিয়া, থেতরাই, প্যান্ডুল, ধরনীবাড়ী, দূর্গাপুর, হাতিয়া, ধামশ্রেনী, গুনাইগাছ, বেগমগঞ্জ, সাহেবেরআলগা, তবকপুর এবং বুড়াবুড়ি।

রাজারহাট ঃ উমরমজিদ, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, সিনাই, চাকিরপসার, নাজিমখাঁ, রাজারহাট, বিদ্যানন্দ।

লালমনিরহাট সদর ঃ লালমনিরহাট পৌরসভা, মোগলহাট, রাজপুর, গোকুন্ডা, খুনিয়াগাছ, মহেন্দ্রনগর, কুলাঘাট, পঞ্চগ্রাম, হারাটি এবং বড়বাড়ী।

কালীগঞ্জ ঃ মদাতী, কাকিনা, দলগ্রাম, তুষভান্ডার, গোড়ল, চন্দ্রপুর, ভোটমারী এবং চলবোলা।

লক্ষিত জনগোষ্ঠি ঃ

যে সমস্ত ১৮ বছরের নীচে বয়স এমন প্রায় ২০০০ দরিদ্র মেয়ে ও ছেলে যারা বিভিন্ন কারণে লেখাপড়া ছেড়ে বা লেখাপড়ার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে নিজেকে তথা জাতিকে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করছে ও নিজের জীবন ঝুঁকিতে ঠেলে দিচ্ছে তারাই এ প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠি এবং তাদেরকে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনতে উদ্বুদ্ধ করা ও স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মডেল হিসেবে বিকশিত ও বাস্তবায়ন করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ঃ

- ২টি জেলার ৫টি উপজেলার ৪৫টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিশুশ্রমিকদের ডাটাবেজ তৈরি করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা।
- উপজেলা পর্যায়ে সরকারী শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ কমিটিকে সহযোগীতা করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি করা ও শ্রম মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা।

এক নজরে শিশু জরিপের তথ্য

জেলা	উপজেলা	মোট খানা সংখ্যা	শ্রমে নিয়োজিত শিশু (০৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী)		
কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৪৯৭	৫১৩	২৭	৫৪০
	উলিপুর	৪৪৩	৪২৩	৩৮	৪৬১
	রাজারহাট	২৪৯	২৬১	০২	২৬৩
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	২১৯	২২৯	০৬	২৩৫
	কালিগঞ্জ	৪২৪	৩৩৪	১০৬	৪৪০
	মোট ঃ	১৮৩২	১৭৬০	১৭৯	১৯৩৯

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানই শিশু বলে বিবেচিত হবে, যদি না কোনো দেশের আইন দ্বারা শিশুর বয়স সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে। তবে চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে কিশোর-কিশোরি বলা হবে।

জাতীয় শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২(৬৩) ধারায় বলা হয়েছে, "শিশু" অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি। ২(৮) নং ধারায় বলা হয়েছে, "কিশোর' অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি।"

শিশুশ্রম ঃ

আইনগতভাবে নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার আগে শিশুকে যেকোন কাজে নিয়োজিত করাকেই শিশুশ্রম বলে গণ্য হবে। যাতে করে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সব ধরণের ক্ষতি হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন-১৮২ অনুযায়ী, শিশু শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হুমকি; যা শিশুর শিক্ষা, উন্নয়ন এমনকি জীবিকাকেও ব্যহত করে।

আইন ও দন্ডঃ

ধারা-২৮৪ঃ-(শিশু এবং কিশোর নিয়োগের জন্য দন্ড) কোন ব্যক্তি কোন শিশু বা কিশোরকে চাকুরিতে নিযুক্ত করিলে অথবা এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন শিশু বা কিশোরকে চাকুরি করিবার অনুমতি দিলে, তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-২৮৯ঃ-(নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদানের দন্ড) কোন মালিক মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে কোন শ্রমিককে মজুরি প্রদান করিলে , তিনি এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

সরকারি তালিকাভুক্ত শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকাসমূহ ঃ

১ অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি
২ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ
৩ ব্যাটারি রি-চার্জিং
৪ বিড়ি ও সিগারেট তৈরি
৫ ইট ভাঙ্গা বা পাথর ভাঙ্গা
৬ ইঞ্জিনিয়ারিংওয়ার্কশপ ও লেদ মেশিন
৭ কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরি
৮ ম্যাচ/ দিয়াশলাই তৈরি
৯ প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি
১০ লবণ তৈরি বা বিশুদ্ধকরণ
১১ সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরি
১২ স্টিল ফার্নিচার বা গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রং করা
১৩ চামড়া প্রসেসিং ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি (ট্যানিং)
১৪ ওয়েল্ডিং / গ্যাস বার্ণার মেকানিক্স
১৫ ডাইং ও ব্লিচ করা (কাপড়ের রং ও ব্লিচ করা)
১৬ জাহাজ ভাঙ্গার কাজ
১৭ চামড়ার জুতা তৈরি
১৮ ভল্কানাইজিং
১৯ মেটাল কারখানা বা ধাতব কাজ
২০ জিআই শিট বা চুনা পাথর বা চক সামগ্রীর কাজ
২১ স্পিরিট বা অ্যালকোহলজাত দ্রব্যাদি
২২ জর্দা বা কুইবাম তৈরি
২৩ কীটনাশক তৈরি
২৪ লৌহ বা স্টিল কারখানার কাজ
২৫ আতশবাজি তৈরি
২৬ সোনা ও ইমিটেশন বা চুড়ি তৈরির কাজ
২৭ ট্রাক/টেম্পো/বাস হেল্পার
২৮ স্টিল কাটলারি তৈরির কাজ
২৯ ববিন ফ্যাক্টরিতে কাজ
৩০ তাঁতের কাজ (বুননের কাজ)
৩১ ইলেকট্রিক মেকানিক্স
৩২ বিস্কুট ফ্যাক্টরি/ব্যাকারীর কাজ
৩৩ সিরামিক কারখানার কাজ
৩৪ নির্মাণ কাজ
৩৫ কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির কাজ
৩৬ কসাই এর কাজ
৩৭ কামারের কাজ
৩৮ বন্দরে বা জাহাজে মালামাল পরিবহন

প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্যঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে কর্মসূচী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করণঃ

সিএলএমএস প্রকল্পের সহায়তায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার কমিউনিটি লেভেল ওয়ার্কপ্লেস সার্ভেইল্যান্স গ্রুপ (সিডব্লিউএসজি) এর সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটে ৪০,০০০/- টাকা থেকে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়নগুলো - কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাঁচগাছি, বেলগাছা, মোগলবাসা, কাঁঠালবাড়ী, হলোখানা, ভোগডাঙ্গা, উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ এবং লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মদাতি, ভোটমারী ও কাকিনা ইউনিয়ন।

শ্রমজীবি শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে এই শ্রমজীবি শিশুরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইএসডিও সিএলএমএস প্রকল্পের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে তুলে এনে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কাজ চলছে।

উপজেলা চাইল্ড লেবার মনিটরিং কমিটি (ইউসিএলএমসি)কে সক্রিয়করণ ঃ

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সংস্থান মোতাবেক বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে সক্রিয় করণ করার লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা ও লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার উপজেলা চাইল্ড লেবার মনিটরিং কমিটির সভার আয়োজনে সহায়তা করা হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কমিটির সভা পরবর্তী মাস থেকে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণঃ

শিশুশ্রম নিরসনের উদ্দেশে, এ্যাডভোকেসি মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে উদ্বুদ্ধ করায় ইউনিয়ন পরিষদ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্স গ্রহীতাকে শিশুদেরকে প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করানো এবং প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক নিয়োগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন ঃ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় এবং ইএসডিও সিএলএমএস প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রতি বছরের ন্যায় কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলার ০৫টি উপজেলার মোট ৪৫টি ইউনিয়নে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস বাস্তবায়িত হয়। উল্লেখ্য কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ক্লিন নেটওয়ার্ক এর সাথে সমন্বয় করে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটাবেজ সংগ্রহঃ

সিএলএমএস প্রকল্পের কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলার ০৫টি উপজেলার ০৩টি পৌরসভা ও ৪৫টি ইউনিয়নে শিশু পরিবার গুলোর তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ৪৮ জন ভলান্টিয়ার স্মার্টফোনের মাধ্যমে প্রতিটি শিশু পরিবারে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা স্মার্টফোনের সফটওয়্যারের (কোবোকালেক্ট) মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সার্ভারে প্রেরণ করেন। প্রতিটি তথ্য সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। নতুন শিশুর তালিকা হালনাগাদ চলমান রয়েছে।

শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ ও শ্রম আইন ২০১৩ এর আলোকে

শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রতি মালিক/নিয়োগকর্তার আচরণ বিধি

১. ১৪ বছরের নিচে শিশুকে কাজে নিয়োগ না করা এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে লিখিত নিয়োগপত্র প্রদান করা;
২. দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ ঘন্টার বেশি কাজ না করানো;
৩. শিশুকে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান করা;
৪. শিশুকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত রাখা;
৫. শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী ঝুঁকিহীন কাজে স্থানান্তরিত করা;
৬. কাজের দক্ষতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে, নিয়মিত পারিশ্রমিক, উৎসবভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা;
৭. সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন ছুটিসহ সরকারি ও অন্যান্য ছুটি প্রদান করা;
৮. ঝুঁকিহীন পেশায় কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য শিশুকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া;
৯. কর্মকালীন সময়ে শিশু অসুস্থ বা দুর্ঘটনার শিকার হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা;
১০. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ (পর্যাপ্ত আলো বাতাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ফার্স্ট এইড বক্স) নিশ্চিত করা;
১১. কাজের দক্ষতা অনুযায়ী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
১২. চাকুরিচ্যুতির কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে শিশু /অভিভাবককে অবহিত করা;
১৩. শিশুর জন্য বিনোদন ও অবসরের ব্যবস্থা করা;
১৪. শিশুকে পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়মিত মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা;
১৫. শিশুকে অসামাজিক ও অনৈতিক কাজের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা।

কাকিনা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মহিষামুড়ির গুচ্ছ গ্রামে থাকে ১০ বছর বয়সী শিশু আলম। বাবা মিজানুর এর কোন সুনির্দ্দিষ্ট পেশা বা কাজ নেই। মা আমেনা বেগম অন্যের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করে। যেদিন যায় সেদিন ৮০-১০০ টাকা পায়। অভাব আর দরিদ্রতায় পূর্ণ আলমের পরিবার। আলম'রা দুই ভাই, দুই বোন এর ভেতর আলম তৃতীয় সন্তান। আলম এর বড় ভাই বাক প্রতিবন্ধি। আর ছোট একটি বোন, অন্য বোনটিও মানুষের বাড়ীতে কাজে যায়, কিন্তু তার ইচ্ছা পড়ালেখা করা। আলমের বয়স ১০ বছর। তারপরও পড়া-লেখা'র খুব ইচ্ছা। কিন্তু যে বয়সে আলম পড়ালেখা আর খেলাধূলা করে আনন্দের সাথে বড় হওয়ার কথা সে বয়সে তাকে রোজ যেতে হয় চা এর দোকানে। শুরুতে কিছুদিন স্কুলে যেত আলম। সময়ের সাথে সাথে আলম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বা ছোট ওয়ান থেকে বড় ওয়ানে ওঠে। বাড়তে থাকে পরিবারের অভাব। এক সময় আলমের বাবা মনে করে তাদের পক্ষে আলমকে আর পড়ালেখা করা সম্ভব নয়। সে কোন কাজ শিখলে বা দু'পয়সা আয় করলে পরিবারের জন্য ভাল হয়। আলম কষ্ট ও ভয় মেশানো চোখে মা বাবার দিকে তাকায়। শুরু হয় আলমের কর্ম জীবন। কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের কাকিনা বাজারে এক চায়ের দোকানে কাজ শুরু করেন আলম। সারাদিন কাজ করে কালি আর ময়লায় নতুনভাবে পরিচয় হয় আলমের। পরিচয় হয় চা'য়ের দোকানের হেল্পার বা পিচ্ছি আলম নামে। সারা দিন কাজের বিনিময়ে খাবার বা (২০) বিশ টাকা/ (৩০) ত্রিশ টাকা পায় আলম। এভাবে যখন দিন যাচ্ছিলো সে সময় একদিন ইএসডিও এর সিএলএমএস প্রকল্পের ভলান্টিয়ার সার্ভে করতে আসে আলমের বাড়ী। ইএসডিও সার্ভের ভলান্টিয়ার ভাই তাদেরকে বলেন যে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে মুক্ত করতে কাজ করবে। তারা ঝরে পড়া ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করবে বলে আলমের মা-বাবাকে জানায়। আর এ বছর স্কুলে ভর্তির আগে কাছেই অবস্থিত মহিষামুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেখানে লেখাপড়ার জন্য ভর্তির প্রস্তুতি নিতে। আলম আশার আলো দেখতে পায় কিন্তু বিশ্বাস হয় না। সত্যিই কি সে আবার স্কুলে যাবে? একদিন চা'য়ের দোকানে যায় সিএলএমএস এর ভলান্টিয়ার, CWSG কমিটির সদস্য ও প্রকল্প কর্মকর্তা, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সুফল ও দূর্বল দিক নিয়ে চা'য়ের দোকানের মালিক সাইদুলকে আলমের ব্যাপারে বুঝানো হয়। আলমের ব্যাপারে চা'য়ের দোকানের মালিক সাইদুল বলেন- সত্যিই যদি ইএসডিও সিএলএমএস প্রকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য এতো ভাল কাজ করে তাহলে আমিও শিশুদের ভাল চাই এবং আমি আপনাদের সাথে আছি। মালিক সাইদুল ও আলমের পিতা আলমকে মহিষামুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে দিতে রাজি হয়। আলমও মাঝে মাঝে মহিষামুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। একদিন সিএলএমএস এর ভলান্টিয়ার আলমকে কাকিনা বেসরকারী প্রি-ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার কথা বলতেই যেন আলম চমকে ওঠে। এ কথা শুনে আলম নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। পরদিন আলম সিএলএমএস এর ভলান্টিয়ারের সাথে কাকিনা বেসরকারী প্রি-ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়। আলম এবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলো। আলমের হাতে নতুন বই। চোখে মুখে নতুন স্বপ্ন। আলম এখন আলোর পথের নতুন যাত্রী। সে সিএলএমএস প্রকল্পের কাছে কৃতজ্ঞ।